"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে, সেইজন্য যখন কারোর সঙ্গে কথা বলো তখন আত্মা ভাই-ভাই মনে করে কথা বলো, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার মেহনত করো"

*প্রশ্নঃ - ভবিষ্যতের রাজতিলক প্রাপ্ত করার আধার কি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনা। প্রত্যেককে পড়াশোনা করে রাজ তিলক নিতে হবে। বাবার হলো পড়ানোর ডিউটি, এর মধ্যে আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকলে তবেই শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো। গাফিলতি করা উচিত নয়। যদি মতবিরোধে এসে পড়াশোনা ছেড়ে দাও তাহলে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে, সেইজন্য বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের উপর কৃপা করো। আশীর্বাদ চাইতে হবে না, পড়াশোনার উপরে ধ্যান দিতে হবে।

ওম্ শান্তি । সুপ্রিম টিচার বাচ্চাদের পড়ান। বাচ্চারা জানে পরমপিতা পরমাত্মা পিতাও, শিক্ষকও। এমন ভাবে তোমাদের পড়ান যা আর কেউ করাতে পারে না। তোমরা বলো শিববাবা আমাদের পড়িয়ে থাকেন। এখন এই বাবা কোনো একজনের নয়। মন্মানাভব, মধ্যাজীভব, এর অর্থ বুঝিয়ে থাকেন, আমায় স্মরণ করো। বাচ্চারা তো এখন বোধসম্পন্ন (সমঝদার) হয়েছে। অসীম জগতের বাবা বলেন -- তোমাদের উত্তরাধিকার তো রয়েছেই, তা কখনো ভোলা উচিত নয়। বাবা আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। এখন তোমরা হলে জীবাত্মা, তাই না? অসীম জগতের বাবাও হলেন নিরাকার। তোমরা জানো এই শরীরের দ্বারা তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন, আর কেউই এ'ভাবে বুঝবে না। স্কুলে টিচার পড়ায় তখন বলবে লৌকিক টিচার লৌকিক বাচ্চাদের পড়ায়। ইনি হলেন পারলৌকিক সুপ্রিম টিচার, যিনি পারলৌকিক বাচ্চাদের পড়িয়ে থাকেন। তোমরাও পরলোক, মূললোকের অধিবাসী। বাবাও পরলোকে থাকেন। বাবা বলেন আমিও হলাম শান্তিধামের অধিবাসী, আর তোমরাও সেখানকারই অধিবাসী। আমরা উভয়পক্ষই হলাম এক ধামের অধিবাসী। তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো। আমি হলাম পরমাত্মা। এখন তোমরা এখানে ভূমিকা পালন করছো। ভূমিকা পালন করতে করতে তোমরা এখন পতিত হয়ে গেছো। এ হলো সমগ্র অসীম জগতের ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে খেলা হয়। সমগ্র এই সৃষ্টি হলো কর্মক্ষেত্র, এখানে খেলা হচ্ছে। সেও কেবল তোমরাই জানো যে এ হলো অসীম জগতের খেলা, এখানে দিন আর রাতও হয়। সূর্য এবং চন্দ্র কত সীমাহীন আলো প্রদান করে, এ হলো অসীম জগতের কথা। এখন তোমাদের জ্ঞানও রয়েছে। রচয়িতাই এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- তোমাদের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য শোনাতে এসেছি। এ হলো পাঠশালা, যিনি পড়ান, তিনি হলেন অভোক্তা। এরকম ভাবে কেউ বলবেনা যে আমি হলাম অভোক্তা। আহমেদাবাদের একজন সাধু এরকম বলতেন, কিন্তু পরে প্রতারণা ধরা পড়ে। এইসময় ভন্ড অনেক বেরিয়ে গেছে। ছদ্মবেশী কপট অনেক রয়েছে। এদের তো কোনো একটা পোশাক (নিজস্ব চেহারা) নেই। মানুষ মনে করে শ্রীকৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিলেন তাই আজকাল অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যায়। এখন এত শ্রীকৃষ্ণ তো হয় না। এখানে তো শিববাবা এসে তোমাদের পড়ান, আত্মাদের শুনিয়ে থাকেন।

তোমাদের বার-বার বলা হয়েছে যে নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই ভাইকে শোনাও। বুদ্ধিতে যেন থাকে -- বাবার নলেজ আমরা ভাইদের শোনাচ্ছি। মেল অথবা ফিমেল (নারী-পুরুষ) দুজনেই হলো ভাই-ভাই। সেইজন্য বাবা বলেন তোমরা সকলেই হলে আমার উত্তরাধিকারের দাবিদার। এমনিতে তো মেয়েরা উত্তরাধিকার পায় না, কারণ তাদের শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। এখানে তো হলো সকলেই আত্মা। অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে। এখন তোমাদের যে জ্ঞান-রত্ন প্রাপ্ত হয় তা অবিনাশী রত্ন হয়ে যায়। আত্মাই জ্ঞানের সাগর হয়, তাই না ! আত্মাই সবকিছু করে। কিন্তু মানুষের দেহ-অভিমান থাকার কারণে দেহী-অভিমানী হয় না। এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে অদ্বিতীয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিছু তো পরিশ্রম করা চাই, তাই না ! লৌকিক গুরুকে কত স্মরণ করে। মূর্তি রেখে দেয়। এখন কোথায় শিবের চিত্র, কোথায় মানুষের চিত্র। এ হলো রাত দিনের পার্থক্য। ওরা গুরুর ফটো পড়ে। স্বামীদের ভালো লাগেনা যে অন্যের ফটো পড়ে থাকুক। হ্যাঁ, শিববাবার পড়লে তখন তা সকলের ভালো লাগবে কারণ তিনি হলেন পরমপিতা, তাই না ! ওঁনার চিত্র তো থাকা উচিত। ইনি হলেন গলার হার নির্মাণকারী। তোমরা রুদ্র মালার মুক্তো হবে। এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়ায় রুদ্র মালাও রয়েছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মালাও রয়েছে, উপরে বংশানুক্রমিকভাবে রয়েছে। ও'টা হলো পার্থিব জগতের বংশানুক্রম, এ হলো অসীমের। যে সকল মনুষ্যমাত্র রয়েছে, সকলেরই মালা আছে। আত্মা হলো কত ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র বিন্দু। একদম ছোট্ট বিন্দু। এভাবে এভাবে বিন্দু দিতে থাকো তাহলে অগণিত হয়ে যাবে। গুনতে গুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু দেখো, আত্মার বৃক্ষ (ঝাড়) কত ছোট। ব্রহ্মতত্ত্বে অত্যন্ত সামান্য জায়গায় থাকে। তারপর তারা এখানে আসে ভূমিকা পালন করতে। তাহলে এখানে আবার কত লম্বা-চওড়া (বিশাল) দুনিয়া রয়েছে। কোথায় কোথায় এরোপ্লেনে করে যায়। ওখানে আবার এরোপ্লেন ইত্যাদির দরকার নেই। আত্মাদের ছোট্ট বৃক্ষ রয়েছে। এখানে মানুষের কত বড় বৃক্ষ রয়েছে।

এরা সকলেই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যাকে কেউ আদম, কেউ আদিদেব বলে থাকে। মেল-ফিমেল তো অবশ্যই রয়েছে। তোমাদের হলো প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গের খেলা হয় না। এক হাতে কি হবে। দু'টি চাকাই দরকার। দু'টি থাকলে তখন পরস্পর রেস করে। দ্বিতীয় চাকাটি সাথ না দিলে তখন ঢিলে হয়ে যায়। কিন্তু একজনের কারণে দাঁড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সর্বপ্রথমে পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ ছিল। তারপর হয় অপবিত্র। পতন হতেই থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান রয়েছে। এই বৃক্ষ কিভাবে বৃদ্ধি পায়, কিভাবে অ্যাডিশন (যুক্ত) হতে থাকে। এইরকম বৃক্ষ আর কেউ বের করতে পারে না। কারোর বুদ্ধিতেই রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ নেই সেইজন্য বাবা বলেছিলেন -- এ'কথা লেখো যে আমরা রচয়িতার দ্বারা রচয়িতা এবং রচনার নলেজের অন্ত পেয়েছি। ওরা তো না রচয়িতাকে জানে, না রচনাকে। যদি পরম্পরাগতভাবে এই জ্ঞান চলে আসতো, তাহলে কেউ বলে দিক না। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ব্যতীত কেউ বলতে পারে না। তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকেই পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। আমাদের ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ)। চিত্রও অবশ্যই দেখাতে হবে। চিত্র ব্যতীত কখনো বুদ্ধিতে বসতে পারে না। চিত্র অত্যন্ত বিশাল বিশাল হওয়া উচিত। ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ কিভাবে বৃদ্ধি পায়, সেও বুঝিয়েছেন। পূর্বে তো বলতে আমি আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আমি আত্মা। এখন বাবা এরও অর্থ বলে দিয়েছেন। এইসময় আমরাই হলাম ব্রাহ্মণ, তারপর আমরাই দেবতা হবো, নতুন দুনিয়ায়। এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছি অর্থাৎ এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার সঙ্গমযুগ। এ'সব তোমরা বোঝাতে পারো -- রচয়িতা এবং রচনার অর্থ, আমরাই সেই-এর অর্থ। ওম অর্থাৎ আমি আত্মা প্রথম তারপর হলো এই শরীর। আত্মা অবিনাশী আর এই শরীর হলো বিনাশী। আমরা এই শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করি। একেই বলা হয়ে থাকে আত্ম অভিমানী। আমি আত্মা অমুক ভূমিকা পালন করছি, আমি আত্মা এই করি, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। এ হলো কত ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) জ্ঞান। এই জ্ঞান বাবার মধ্যেই রয়েছে, সেইজন্য বাবাকেই আহ্বান করা হয়।

বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার বিপরীত হলো অজ্ঞানতার সাগর। অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান, অর্ধেক কল্প হলো অজ্ঞান। জ্ঞান কারোর জানাই নেই। জ্ঞান বলা হয় রচয়িতার দ্বারা রচনাকে জানা। তাহলে অবশ্যই রচয়িতার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে, তাই না ! সেইজন্য ওঁনাকে ক্রিয়েটার বলা হয়ে থাকে। মানুষ মনে করে ক্রিয়েটার এই রচনা করেছেন। বাবা বোঝান -- এ হলো অনাদি পূর্বনির্ধারিত খেলা (ড্রামা)। বলাও হয়ে থাকে পতিত-পাবন এসো। তাহলে রচয়িতা কিভাবে বলা হবে ? রচয়িতা তখনই বলা হবে যখন প্রলয় হয়ে পুনরায় রচনা করবেন। বাবা তো পতিত দুনিয়াকেই পবিত্র করেন। তাহলে এই সমগ্র বিশ্বের যে বৃক্ষ রয়েছে তার আদি, মধ্য, অন্তকে তো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারাই জানে। যেমন মালী প্রত্যেকটি বীজকে এবং বৃক্ষকে জানে, তাই না !বীজকে দেখলে সমগ্র বৃক্ষ বুদ্ধিতে চলে আসে। তাহলে এ হলো হিউম্যানিটির(মনুষ্য সৃষ্টির) বীজ। একে কেউই জানে না। গাওয়াও হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি হলেন সৎ (সত্য), চিৎ (চেতনা), আনন্দ স্বরূপ, সুখ, শান্তি, পবিত্রতার সাগর। তোমরা জানো যে সমগ্র এই জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরের মাধ্যমে দিচ্ছেন। তাহলে অবশ্যই এখানে আসবে, তাই না ! প্রেরণার দ্বারা পতিতকে পবিত্র কিভাবে করবেন? সেইজন্য বাবা এখানে এসে সকলকে পবিত্র করে নিয়ে যান। সেই বাবাই তোমাদের পাঠ পড়াচ্ছেন। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এর উপরে তোমরা ভাষণ করতে পারো যে কিভাবে পুরুষ তমোপ্রধান থেকে শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান হয়। তোমাদের কাছে টপিক তো অনেক রয়েছে। এই পতিত, তমোপ্রধান দুনিয়া সতোপ্রধান কিভাবে হয় -- এও বোঝার মতন বিষয়। ভবিষ্যতে তোমাদের এই জ্ঞান শুনবে। অবশ্য ছেড়েও দেবে তারপর আসবে কারণ গতি-সদগতির হাট (দোকান) একটিই রয়েছে। তোমরা বলতে পারো যে সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবাই। ওঁনাকে শ্রী-শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বানান। শ্রেষ্ঠ হলো সত্যযুগ। ভ্রষ্ট হলো কলিযুগ। বলাও হয়ে থাকে ভ্রষ্টাচারী। কিন্তু নিজেকে মনে করে না। পতিত দুনিয়ায় একজনও শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রী শ্রী যখন আসেন তখন এসে শ্রী বানাবেন। শ্রী-এর টাইটেল সত্যযুগাদিতে দেবতাদের ছিল। এখানে তো সকলকেই শ্রী শ্রী বলে দেয়। বাস্তবে শ্রী অক্ষরটি হলোই পবিত্রতার। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কেউই নিজেকে শ্রী বলে না। শ্রী পোপ বলবে কি? এখানে তো সকলকেই বলতে থাকে। কোথায় হংস মুক্ত চয়নকারী, কোথায় বক নোংরা ভক্ষনকারী। পার্থক্য তো রয়েছে, তাই না ! এই দেবতারা হলেন ফুল, উনি হলেন গার্ডেন অফ আল্লাহ্(ঈশ্বর)। বাবা আমাদের ফুলে

পরিণত করছেন। এছাড়া ফুলের মধ্যেও ভ্যারাইটি রয়েছে। সব থেকে ভালো ফুল হলো কিং ফ্লাওয়ার। এই লক্ষ্মীনারায়ণ-কে নতুন দুনিয়ার কিং-কুইন ফ্লাওয়ার বলা হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের আন্তরিক খুশি থাকা উচিত। এখানে বাহ্যিক কিছু করা হয় না। এই বাতি ইত্যাদি জ্বালানোরও অর্থ থাকা চাই। শিবজয়ন্তীতে জ্বালানো উচিত নাকি দীপাবলিতে? দীপাবলিতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করে। তাঁর থেকে অর্থ চায়। কিন্তু ভান্ডারা পরিপূর্ণকারী তো হলেন শিব ভোলা ভান্ডারী। তোমরা জানো যে শিববাবার মাধ্যমে আমাদের অফুরন্ত ধনসম্পদ ভরপুর হয়ে যায়। এ হলো জ্ঞান রত্ন ধন। ওখানে তো তোমাদের কাছে অগাধ ধনসম্পদ থাকে। নতুন দুনিয়ায় তোমরা ঐশ্বর্যশালী (মালামাল) হয়ে যাবে। সত্যযুগে প্রচুর-প্রচুর হীরে-জহরত ছিল। পুনরায় সে'টাই থাকবে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এই সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে, তারপর কোথা থেকে আসবে? খনি খনন করা হয়ে গেছে, পাহাড় ভেঙ্গে গেছে, পুনরায় কিভাবে হবে ? বলো, হিস্ট্রি রিপিট হয়, তাই না ! যা কিছু ছিল তা পুনরায় রিপিট হবে। বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। স্বর্গের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পুনরায় রিপিট হবে। গানে রয়েছে, তাই না ! তুমি সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র সমুদ্র, সমগ্র পৃথিবী আমাদের দিয়ে দাও যা কেউ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই তুলনায় এখন কি আর আছে ! জমির জন্য, জলের জন্য, ভাষার জন্য লড়াই করে।

স্বর্গের রচয়িতা বাবার জন্ম পালন করা হয়। অবশ্যই তিনি স্বর্গের রাজত্ব দিয়েছিলেন। এখন বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমাদের এই শরীরের নাম, রূপ থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। পবিত্র হতে হবে -- এক তো যোগবলের দ্বারা নাহলে সাজা ভোগ করে। তখন পদও কম হয়ে যায়। স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে থাকে, তাই না ! -- আমি এত ভালো ফলাফল করেছি। টিচার এত পড়িয়েছেন। তখন টিচারকেও উপহার দেয়। এখানে তো বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তখন আবার ভক্তিমার্গে তোমরা ওঁনাকে স্মরণ করো। এছাড়া বাবাকে তোমরা কি উপহার দেবে? এখানে তো যাকিছু দেখো তা থাকবে না। এ হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া তবেই তো আমাকে ডাকে। বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে দেন। এই খেলাকে(ড্রামা) স্মরণ করা উচিত। আমার মধ্যে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ রয়েছে, যা তোমাদের শুনিয়ে থাকি, তোমরা এখন শোনো, তারপর ভুলে যাও। পাঁচ হাজার বছর পরে পুনরায় চক্র সম্পূর্ণ হবে। তোমাদের ভূমিকা(পার্ট) লাভলি। তোমরা সতোপ্রধান এবং লাভলি হয়ে যাও। তারপর তমোপ্রধানও তোমরাই হও। তোমরাই ডাকো যে বাবা এসো। এখন আমি এসেছি। যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। গাফিলতি করা উচিত নয়। অনেক বাচ্চারা মতবিরোধের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শ্রীমতে না চললে, না পড়লে অকৃতকার্যও তোমরাই হবে। বাবা তো বলেন -- নিজের উপরে কৃপা করো। প্রত্যেককে পড়াশোনা করে নিজেকে রাজতিলক করতে হবে। বাবার হলো পড়ানোর ডিউটি তাতে আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। তবুও সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করতে হবে। বাবার হলো পড়ানোর ডিউটি, এতে আশীর্ব্বাদের কোনো কথা নেই। তাহলে তো সকলকেই আশীর্ব্বাদ করতে হবে। এই কৃপা ইত্যাদি ভক্তিমার্গে চাওয়া হয়। এখানে সেই কথা নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রবৃত্তিতে (গৃহস্থে) থেকে পরস্পরের মধ্যে রেস করতে হবে। কিন্তু যদি কোনো কারণবশতঃ একটি চাকা ঢিলে (দুর্বল) হয়ে পড়ে তখন তার জন্য দাঁড়িয়ে পড়া উচিত নয়। নিজেকে রাজতিলক প্রদানের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

২) শিব-জয়ন্তী অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করতে হবে। কারণ শিববাবা যে জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন তার দ্বারাই তোমরা নতুন দুনিয়ায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাবে। তোমাদের সকল ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

বরদানঃ- বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করে প্রতিটি পরিস্থিতির সমাধানকারী সাক্ষীদ্রষ্টা ভব

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে অতি-র পরেই অন্ত হয়।সেইজন্য সকল প্রকারের উপদ্রব অতিমাত্রায় হবে, পরিবারেও মতবিরোধ হবে, মনেও অনেক সমস্যা আসবে, ধনসম্পদও উপরে-নিচে হবে। কিন্তু যারা বাবার সাথী, সৎ তাদের দায়িত্ব বাবার। এ'রকম সময়ে মন বাবার দিকে থাকলে তখন নির্ণয় শক্তির দ্বারা সবকিছু অতিক্রম করে ফেলবে। সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে যাও তাহলে বাবার শক্তির দ্বারা সকল পরিস্থিতির সহজেই সমাধান করে ফেলবে।

স্লোগানঃ- এখন সমস্ত অবলম্বন ত্যাগ করে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;